উমার রাঃর বিচক্ষনতা

আবু-হুরাইরাহ রাঃ বর্ননা করেন...

একদা আমরা রাসূল সাঃর কাছে বসা ছিলাম। আমাদের সাথে আবু-বাকর, উমার ও ছিলেন। এক পর্যায়ে রাসূল সাঃ উঠে চলে গেলেন। অনেক্ষন হয়ে গেল, তিনি ফিরে এলেন না।

আমাদের ভাবনা হল: দুশমন যদি কিছু করে ফেলে। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। আমি ঘাবড়েই গেলাম এবং রাসূল সাঃর খুজে নাজ্জার পরিবার ভুক্ত এক আনসারীর বাগানে এসে উপস্থিত হলাম। (বাগানের চার পাশে দেয়াল ছিল) কোন দরজাও খুজে পেলাম না। এক পাশে একটি পানির নালা দেখতে পেলাম। বাহিরের কূপ থেকে নালাটি ভিতরে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে গিয়ে রাসূল সাঃকে পেয়ে গেলাম।

তিনি বললেন: আবু-হুরাইরাহ?

বললাম: জি, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

বললেন: কি ব্যাপার?

বললাম: আপনি আমাদের সাথে ছিলেন। হঠাৎ চলে এলেন। অনেক্ষন হয়ে গেল আপনি ফিরলেন না। আমাদের ভয় হল: যদি দুশমন কিছু করে ফেলে। আমরা ঘাবড়ে গেলাম। খুব বেশী ভয় পেয়েছি আমি। আপনাকে খুজে এই বাগানে এসে শিয়ালের মত হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে এলাম। আপনার খুজে অনেক লোকজন বের হয়েছে।

রাসূল সাঃ তাঁর সেন্ডেল জোড়া দিয়ে বললেন: আমার সেন্ডেল জোড়া নিয়ে যাও। যে ব্যক্তি অবিচল আস্থার সাথে সাক্ষ্য দেয়: -আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই'' তাকে জান্নাতের সু-সংবাদ দেবে।

আমি বের হয়েই উমারকে পেলাম।

তিনি বললেন: আবু-হুরাইরাহ! এই সেন্ডেল কোথায় পেলে?

আমি বললাম: ইহা রাসূল সাঃর সেন্ডেল। তিনি এই সেন্ডেল দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন: যে ব্যক্তি অবিচল আস্থার সাথে সাক্ষ্য দেয়: -আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই'' তাকে যেন জান্নাতের সু-সংবাদ দেই।

উমার আমার বুকে আঘাত করলেন। আমি পিছনে ছিটকে পড়লাম।

বললেন: আবু-হুরাইরাহ! ফিরে যাও!

আমি রাসূল সাঃর কাছে ফিরে চললাম। আমার কান্না এসে যাচ্ছিল। উমারের ভয় আমাকে চেপে বসেছে। পিছন ফিরে দেখি, তিনিও পিছু নিয়েছেন। (আমাকে ফিরত আসতে দেখে)

রাসূল সাঃ বললেন: আবু-হুরাইরাহ! কি ব্যাপার..?

বললাম: আমি বাহিরে গিয়ে উমারকে পেলাম। আপনি যে সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছেন তা বললাম। তিনি আমার বুকে প্রচন্ড আঘাত করলেন। আমি পিছনে ছিটকে পড়লাম। তিনি বললেন: ফিরে যাও!

রাসূল সাঃ বললেন: উমার! কেন এমন করলে?

উমার বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা মাতা আপনার তরে (নিবেদিত)। আপনি কি সেন্ডেল জোড়া দিয়ে আবু-হুরাইরাহকে পাঠিয়েছেন: যে ব্যক্তি অবিচল আস্থার সাথে সাক্ষ্য দেয়: -আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই'' তাকে জান্নাতের সু-সংবাদ দিতে?

রাসূল সাঃ বললেন: হাঁ.!

উমার বললেন: এমন করবেন না। আমার ভয় হয়: মানুষ এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে। ছেড়ে দিন: তারা আমল করতে থাকুক।

রাসূল সাঃ বললেন: তবে ছেড়ে দাও। (মিশকাত: মুসলিম)

লক্ষ্যনীয়ঃ

১. এভাবে সবাইকে ছেড়ে নির্জন স্থানে আলাদা হয়ে রাসূল সাঃ একান্ত একাকিত্বে ইবাদাতে মগ্ন হতেন।

২. মদীনাতে অনেক ইয়াহুদ বাস করত। ছিল মুসলিম নামী অনেক মুনাফিক। যারা কাফিরদের প্ররোচনায় ও তাদের স্বার্থে কাজ করত। ইয়াহুদরা ছিল রাসূল সাঃর জানি দুশমন। তারা কয়েকবার রাসূল সাঃকে হত্যার চেষ্ঠা

করেছে। মুনাফিকরাও ইসলাম, মুসলিম ও রাসূল সাঃর দুশমন ছিল। তারাও রাসূল সাঃকে হত্যার চেষ্টা করেছে। তাই রাসূল সাঃকে না পেয়ে সাহাবাদের এই ভয় ও পেরেশানী।

৩. লোকজনের কাছে কাউকে পাঠালে প্রমান স্বরূপ কিছু সাথে দিতে হয়। বর্তমানে রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কার্ড ও চিঠি দেয়ার রেওয়াজ রয়েছে। এমন প্রথা রাসূল সাঃর যুগেও ছিল। তাই আবু-হুরাইরাহকে সেন্ডেল জোড়া দিয়ে ছিলেন।

৪. সংবাদটি উমার রাঃর কাছেও খুব পছন্দনীয় ছিল। কিন্তু তিনি চেয়েছেন: সংবাদটি গোপন থাকুক। এর ব্যাপক বিস্তার না ঘটুক। এতেই কল্যান নিহিত।

৫. উমার রাঃ চেয়েছেন আবু-হুরাইরাহ সংবাদটি নিয়ে আর অগ্রসর না হক। তাই আঘাত করেছেন। এ ছাড়া আবু-হুরাইরাহকে ফিরানোর উপায় ছিলনা। কারন আবু-হুরাইরাহ তখন রাসূল সাঃর দূত। উমারের কথা মানতে তিনি বাধ্য ছিলেন না।

৬. উমার রাঃর কথায় যুক্তি ছিল। জাতির কল্যান ছিল। তাই রাসূল সাঃ মেনে নিয়েছেন।

৭. রাসূল সাঃর উদ্দেশ্য ছিল সংবাদটি জানানো আর উমার রাঃর উদ্দেশ্য ছিল সংবাদটির ব্যাপক বিস্তার রোধ করা। তাই উভয়ের উদ্দেশ্যই ফসল হয়েছে।

আমাদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় সমূহঃ

১. মাঝে মাঝে নির্জন স্থানে একাত্ব একাকিত্বে আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকা ভাল কাজ।
২. কাউকে না পাওয়া গেলে খুজে বের করা সকলের দায়িত্ব।
৩. কারো বিপদ হলে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।
৪. ফসলের জমি ও বাগানের হেফাজতে বেড়া দেয়া ভাল কাজ।
৫. হামাগুড়ি সহ যুদ্ধে কলা কৌশল শিক্ষা করা উচিত।
৬. কারো কাছে কাউকে পাঠালে প্রমান স্বরূপ কিছু সঙ্গে দেয়া উচিত।
৭. যে ব্যক্তি পুর্ন আস্থার সাথে যাবতীয় কুফর ও শিরক মুক্ত খাটি ঈমানের অধিকারী হবে সে জান্নাতী।
৮. যে সংবাদ মানুষের জন্য হিতকর নয় তা প্রকাশ না করাই ভাল।
৯. সর্বদা বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।
১০. ভাল কথা যে কেহ বলুক, মেনে নেওয়া উচিত।